ইত্তেফাক

তারিখ 23/11/78
পৃষ্ঠা 2 8...

প্রকাশিত পত্র প্রসঙ্গে

গত ১৫ই নভেম্বরের ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'সরকার সমীপে' শীর্ষক পত্রে 'অর্থ পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা.....কার্যকর হইলে আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে' বলিয়া পত্র লেখকগণ যে মন্তব্য করিয়াছেন, উহার সহিত একমত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। আলোচ্য পত্রখানির বক্তব্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, নোটবই নিষিদ্ধ করা হইলে শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকার চাইতে সংশ্লিষ্ট সমিতিসমূহের সদস্যদের আর্থিক ক্ষতির উদ্বেগই প্রতিফলিত হইয়াছে বেশী। শিক্ষক সমাজের মানমর্যাদা ও যোগ্যতার প্রতি পত্রলেখকগণ যে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উপেক্ষা করা যায় না। 'উপযুক্ত বইয়ের অভাবে তাঁহারা ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল তথ্য পরিবেশন করিবেন অথবা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে অপারগ হইবেন'—এ কথা দ্বারা কি ইহাই বুঝানোর চেষ্টা করা হইয়াছে যে, উপযুক্ত বই মানে অর্থ পুস্তক এবং অর্থ পুস্তকের সাহায্য ছাড়া শিক্ষকগণ শিক্ষাদানে অসমর্থ? অর্থপুস্তক কি এতই নির্ভুল এবং তথ্যসমৃদ্ধ?

প্রকাশিত সুদীর্ঘ পত্রখানিতে বেশ কিছু পরস্পর বিরোধী বক্তব্যও রহিয়াছে। একদিকে অধিকাংশ অভিভাবক দরিদ্রবিধায় গৃহ শিক্ষক নিয়োগে অক্ষমতার প্রসংগ তোলা হইয়াছে, অপরদিকে মূল পুস্তকের কয়েকগুণ মূল্যের অর্থপুস্তকে ব্যবসায় চালু রাখার সুপারিশ করা হইয়াছে। কিন্তু কে না জানে যে, অতি উচ্চমূল্যের নিম্নমানের ছাপা অর্থপুস্তক না নিলে অনেক ক্ষেত্রেই মূল পুস্তক দোকান থেকে 'নাই' হইয়া যায়।

সুতরাং যাঁহারা নোটবই প্রকাশ অব্যাহত রাখার জন্য মায়াকান্না করিতেছেন, তাঁহাদের রুটি-রুজির প্রশ্নে সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নিকৃষ্টমানের অর্থ পুস্তক ছাড়াই আমাদের দেশের শিক্ষকগণ উন্নতমানের শিক্ষা প্রদানে সম্পূর্ণ সক্ষম ও সমর্থ।

মির আফতাব, মধ্যবাসাবো, ঢাকা।

পিটিআই শিক্ষকদের আবেদন

জনশিক্ষা পরিচালক মেমো নং ১৪১০৭ এস তাং ২১-৯-৭১ এর ক্লারিফিকেশন-এর মর্মমতে ক্রমিক নং ২-এ বর্ণিত শিক্ষকগণ গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি থাকিলে ১৭০-৩০০/- স্কেল এর পরিবর্তে ২০০-৩৭০/- টাকার স্কেল পাওয়ার অধিকারী। তদনুসারে জাতীয় বেতন স্কেলে ৭ম গ্রেডে ৬৬ পৃষ্ঠায় ভার্ণেকুলার টিচার্স এণ্ড আদারস নামে ৩১০-৬৭০/- টাকা এবং নূতন জাতীয় বেতন স্কেলে ১৮৪ পৃষ্ঠায় এক্সপেরিমেণ্টাল স্কুল টিচার্স এটাস টু পি, টি, আই-এর জন্য ৩৭০-৭৪৫/- স্কেল ধার্য করেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় জনৈক সেকশন অফিসার অর্থ মন্ত্রণালয় নং MF/R-I/DP ১৩/৭৩/৩০৯ তাং ১৪-৬-৭৩ এর চিঠিতে মাননীয় জনশিক্ষা পরিচালকের ক্লারিফিকেশনের ঠিক উল্টো অর্থ করেন। সুতরাং অর্থের এই হেরফের-এর জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যথাক্রমে ১৯৭০ সালে ২০০-৩৭০ স্থলে ১৭০-৩০০/টাকা, ১৯৭৩ সাল হইতে ৩১০-৬৭০ টাকার স্থলে ২২০-৪২০/- টাকা এবং ১৯৭৭ সালে ৩৭০-৭৪৫/- টাকার স্থলে ৩০০-৫৯০ টাকার স্কেল পাইয়া দারুণ আর্থিক কষ্ট ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অর্থের হেরফের সমাধাকরতঃ আমাদের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বেতন উঠাইবার আদেশ দানের জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি।

হযরত আলী, সহ-সম্পাদক, বাংলাদেশ পিটিআই শিক্ষক সমিতি।